গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২২৪/১ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
www.bnswc.gov.bd

গবেষণা কার্যাবলী সম্পর্কিত নিয়মাবলী-২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান । ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ প্রণয়ণের মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় রুপান্তরিত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, অনুদান কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও তাদের সমস্যা নিরসনকল্পে সামাজিক বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রমটি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণযোগ্য :

ক. গবেষণা প্রস্তাবের রূপরেখা: গবেষণার প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সংযোজনী-১ এর রূপরেখা অনুসরণ করতে হবে।

খ. গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ: ৩ মাস (ফেব্রুয়ারি,২০২৩ – এপ্রিল,২০২৩) সীমিত ।

গ. গবেষণা কার্যক্রম শুরু:

প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে প্রথম কিস্তির অর্থ ৫০% অর্থ হিসেবে অগ্রিম প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দপ্তর আদেশ জারির তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

ঘ. গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা: গবেষণা প্রস্তাবের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে নির্বাহী সচিব, বাংলাদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ বরাবর পেশ করতে হবে।

ঙ. গবেষণা লব্ধ ফলাফল উপস্থাপন:

(১) সংশ্লিষ্ট গবেষক, ব্যক্তি/দল/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিটি গবেষণালব্ধ ফলাফলের খসড়া প্রতিবেদন সেমিনার/কর্মশালায় উপস্থাপন করতে হবে। গবেষক পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১০ কপি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট দাখিল করবেন।

(২) সেমিনার/ কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের যৌক্তিক মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে;

চ. গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব: সকল গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

ছ. গবেষণার ফলাফল ও তথ্য প্রচার: গবেষণালব্ধ ফলাফল সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। পূর্বানুমোদন ব্যতীত গবেষণার ফলাফল বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

জ. গবেষণা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলি:

১) সমাজকল্যান/সামাজিক বিজ্ঞান/সমাজকর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ সমাজকল্যানমূলক কাজে নিয়োজিত দেশের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি/দল/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর সংস্থা এর শিক্ষক/কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ/সামাজিক বিজ্ঞান/সমাজকর্ম বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/গবেষকগণ;

ফারহানা আক্তার
আইডি: ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব

২) কোন গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণা দলের সকল সদস্যকে ঐ গবেষণার দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর কোন গবেষক তার স্থলে অন্য জনকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন না।

ঝ. গবেষণার বাজেট বিভাজন:

(১) গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের সম্মানী

(২) যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষকের বাজেট সম্মানী

(৩) গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের বাজেট সম্মানী

(৪) গবেষণা সহায়তা ব্যয় (মূল্যায়নকারীগণের সম্মানী, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা, গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, গবেষণা সংশ্লিষ্ট সভা,খসড়া প্রতিবেদনের ১০ (দশ) কপি মুদ্রণ ব্যয়, উপস্থাপক, আলোচকবৃন্দ ও র‍্যাপোটিয়ার-এর সম্মানী, প্রশ্নপত্র সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুন মুদ্রণ ব্যয়. প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, জ্বালানী ব্যয় ইত্যাদি)।

(৫) খসড়া প্রতিবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে/কর্মশালায় সরকারি বিধি মোতাবেক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপক ৩৫০০/-, সঞ্চালক-৩০০০/-, আলোচক প্রত্যেকে - ২৫০০/-, র‍্যাপোটিয়ার প্রত্যেকে ২০০০/-, সহযোগী প্রত্যেকে ১৫০০/- ও অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকে ১০০০/- টাকা হারে সম্মানী পাবেন যা সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রমের সেমিনার বাজেট থেকে প্রদান করা হবে।

(৬) গবেষণা কাজের জন্য সকল প্রকার ক্রয়ে পিপিআর বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করতে হবে।

ঞ. গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

১. প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ কমপক্ষে দুই কিস্তিতে প্রদান করা হবে। গবেষণা কার্যক্রমের আউটলাইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত তহবিলের ১ম কিস্তি ৫০% অর্থ ছাড় করা হবে। সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন ও ভাউচার প্রাপ্তির পর ২য় কিস্তি অবশিষ্ট ৫০% অর্থ ছাড় করা হবে।

২. কোন গবেষক গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত অর্থ (যদি গ্রহণ করে থাকেন) ফেরত দিতে হবে অন্যথায় দিলে সরকারি পাওনা আদায় আইন - ১৯১৩ অনুযায়ী তা আদায় করা হবে।

ট. গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন জমা প্রদান:

(১) গবেষণার চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন ১৫ মে,২০২৩খ্রি. এর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে জমা প্রদান করতে হবে;

(২) যৌক্তিক কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে বাংলাদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ অর্থ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর্তন করতে পারবে;

(৩) গবেষণা প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় গবেষকের নাম, পদবি, ঠিকানা এবং জমাদানের তারিখ ও সাল উল্লেখ করতে হবে;

(৪) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন ৩০ মে,২০২৩ খ্রি. এর মধ্যে ৫(পাঁচ) কপি জমা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

৩. গবেষণা নির্দেশিকা পরিবর্তন ও প্রয়োগ:

সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গবেষণা নিয়মাবলীতে কোন সংশোধন প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনসহ, সংশোধন করার ক্ষমতা সংরক্ষন করবে। গবেষণা নীতিমালায় কোনরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ফারহানা আক্তার
আইডি: ১৪০৬১

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

গবেষণা প্রস্তাবনা ছক

(ক)	গবেষণা শিরোনাম	
(খ)	গবেষণার সমস্যার বর্ণনা/ প্রেক্ষাপট বর্ণনা	
(গ)	গবেষণার ধারনা :	
(ঘ)	গবেষণার গুরুত্ব বা যৌক্তিকতা	
(ঙ)	গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ / লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
(চ)	গবেষণার ক্ষেত্র	
(ছ)	তাত্ত্বিক কাঠামো ও পূর্বপাঠ পর্যালোচনা	
(জ)	গবেষণা পদ্ধতি	
	-	নমুনায়ন
	-	উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি(প্রশ্নমালাসহ)
	-	উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি
(ঝ)	গবেষণা কার্যক্রমে সহায়ক ব্যক্তিবর্গ	
(ঞ)	গবেষণা সময়সূচি	
(ট)	গবেষণার বাজেট সেমিনার ব্যয়সহ (ব্যয় বিবরণ বিস্তারিত)	
(ঠ)	প্রধান গবেষক এবং গবেষণা সহায়কদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	
(ড)	কর্তৃপক্ষের সম্মতি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
(ঢ)	প্রত্যাশিত ফলাফল	
(ণ)	সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা	
(ত)	তথ্যসূত্র	

ফারহানা আক্তার
আইডি: ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সংযোজনী -২

গবেষণা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনার সাথে জমাদানের জন্য দাখিলযোগ্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

১. গবেষণা প্রস্তাবনার হার্ড কপি ও সফট কপি;

২. গবেষণা ক্যাটাগরি অনুযায়ী গবেষক/প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণক'

৩. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকদের ছবি ও জীবন বৃত্তান্ত;

৪. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বিবরণী;

৫. জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি;

৬. সুপারভাইজার ও দলনেতার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

ফারহানা আক্তার
আইডি ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সংযোজনী -৩

জামানত নামা

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে জামানত নামা দাখিল করছি যে, গবেষক..... কর্তৃক..... ..... শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী গবেষণা কাজের জন্য ..... টাকা যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হবে- সে উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হলে জামানত দাতা হিসেবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অগ্রিম বাবদ গৃহীত .....টাকা বা ক্ষেত্রমতে অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো।

জামানতকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

ফোন:

মোবাইল:

ই-মেইল ঠিকানা:

ফারহানা আক্তার
আইডি: ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সংযোজনী- ৪

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১. (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হ'ল।

২. প্রথম পক্ষ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে, তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত প্রতিনিধি।

৩. দ্বিতীয় পক্ষ: নাম ,পদবি, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা (ফোন নম্বর ও ই- মেইলসহ)।

৪. যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত সংযোজনী -১ গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে , সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করবেন:

শর্তাবলি:

(ক) সংযোজনী -১ এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে এবং এতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ (.....) টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ০২ কিস্তিতে প্রদান করবে;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থ ছাড়ের কিস্তিগুলি হবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের ৫০ ভাগ অর্থাৎ (.....) টাকা। গবেষণা কাজের অগ্রগতি: গবেষণা কাজের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, কর্মপরিকল্পনা যৌক্তিকতা, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ গবেষণা কাজে নিয়োজিত তত্ত্বধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক চলমান আছে এ মর্মে সনদ এবং বিল প্রাপ্তির পর প্রদান করা হবে;

(২) শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের অবশিষ্ট অর্থ অর্থাৎ ৫০ ভাগ (.....)টাকা। প্রদান করা হবে।

গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ গবেষণা কাজটি সফলভাবে সম্পাদন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি এবং অন্যান্য শর্তাবলি পূরণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে;

(ঘ) উপদফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-৩ অনুযায়ী একটি জামানত (Security) দাখিল করতে হবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, তার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে গবেষণাটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনুরুপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করতে হবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

ফারহানা আক্তার

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করতে পারবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করে ০২ (দুই) কপি খসড়া প্রতিবেদন (পেনড্রাইভে ওয়ার্ড ফাইলের কপিসহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করবেন;

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রাথমিক প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করবেন। বর্ণিত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন, তা হলে পরিবর্তন বা সংশোধন করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে অনুরোধ করবেন। দ্বিতীয় পক্ষ তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদনের উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্তকরণের পর ১০ (দশ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (এতদসঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'খ' তে ০৩ (তিন) প্রস্থ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন) পেনড্রাইভে ওয়ার্ড ফাইলের সফট কপিসহ এবং ০২ (দুই) প্রস্থ খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ প্রদান করবেন;

(ঞ) এ চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরুপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে। প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করতে পারবেন না। প্রথম পক্ষের অর্থায়নে দ্বিতীয় পক্ষকে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে, এ শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হবে;

(ট) চুক্তির অধীন গবেষণা কার্যের জন্য প্রদত্ত অনুদানের টাকায় ক্রয়কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, গ্রন্থাগার সামগ্রীর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে প্রথম পক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে;

(ঠ) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতদসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। সকল লেনদেন ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক (দ্বিতীয় পক্ষ) এর নামে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু করা হবে।

(ড) গবেষণা কার্য চলাকালীন দ্বিতীয় পক্ষ অন্য কোন গবেষণা কার্যে বা কোন প্রকল্পের কার্যে অংশগ্রহণ করতে অথবা এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্য অসমাপ্ত রেখে ০১(এক) মাসের অধিক মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাইরে যেতে পারবেন না। যদি তিনি অনুরূপ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাইরে যান তা হলে তিনি এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করছেন বলে গণ্য হবে। ০১(এক) মাসের কম সময়ের জন্য বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

ফারহানা আক্তার
আইডি ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(ঢ) গবেষণার জন্য চুক্তিনামা সম্পাদনের পর গবেষক বিনা অনুমতিতে বা বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে অবহিত না করে গবেষণা কাজ অসমাপ্ত রেখে বিদেশ গমণ করলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটির সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল করা হবে এবং পরবর্তীতে আর কোন গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির জন্য গবেষককে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন মাধ্যমিক উৎস সংগৃহীত হবে না। এ গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হবে। উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়েছি এবং আমার/আমাদের দেয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক।

স্বাক্ষী:	স্বাক্ষর:
১ম পক্ষ:	১ম পক্ষ:
২য় পক্ষ:	২য় পক্ষ:

ফারহানা আক্তার
আইডি: ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সংযোজনী-৫

ফরম-ক

(গবেষণা প্রতিবেদনের অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম :..... ....

২। যে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে কাজটি/গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হচ্ছে তার নাম :

৩। গবেষক/গবেষক দলের নাম ও ঠিকানা : ... ...

৪। গবেষণা কার্য শুরু ও সমাপ্তির এবং প্রতিবেদন দাখিলের সম্ভাব্য তারিখ: ... ...

৫। (ক) মঞ্জুরিকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণ : ... ...

(খ) এ যাবৎ প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ : ... .

(গ) এ যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ : ... ...

৬। গুণাগুণ ও পরিমাণের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি/প্রাপ্ত ফলাফল (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পূরণ করা হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে)

৭| উপসংহার :

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের/তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

তারিখ :

গবেষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

ফারহানা আক্তার
আইডি: ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সংযোজনী-৬

ফরম-খ

(গবেষণার চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণার শিরোনাম:

২। গবেষকের নাম, ঠিকানা এবং প্রতিষ্ঠানে এনরোলমেন্টের সন

৩। বস্তু সংক্ষেপসহ গবেষণা প্রতিবেদন:

৪| গবেষণা কর্মের মূল ০৫ প্রস্থ জমা দিতে হবে:

৫। গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি:

৬। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন জমা দেয়ার তারিখ:

৭। সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের /তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশ

সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের/তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

তারিখ :

ফারহানা আক্তার
আইডি: ১৪০৬২
উপপরিচালক (মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গবেষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।